أُسُسُ الإِسْلَامِ

ইসলামের মূল ভিত্তিসমূহ

مولانا أحمد بن مولانا محمد يونس بتيل

Salaamat Publications

সূচিপত্র

ঈমান..5

আল্লাহ 6

ফেরেশতা..6

আসমানী কিতাবসমূহ.......................................7

নবী ও রাসূলগণ 7

আখেরাত দিবস 8

তাকদীর (নিয়তি)...8

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান 8

ওযু (অজু)...9

ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ.................................... 10

গোসল (সম্পূর্ণ পবিত্রতা).................................. 12

মনে রাখার বিষয় (মুজাক্কিরা) 14

নামায 14

নামাযের পূর্বশর্তসমূহ 14

নামাযের ফরযসমূহ.. 15

নামাযের রাকাত সংখ্যা 15

সাওম (রোযা) 16

যাকাত 16

হজ্ব 17

কিছু শব্দের অর্থ 17

আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী বাক্যসমূহ 20

কলিমা তইয়্যিবা (শুদ্ধ বাক্য)..................................... 20

কলিমা শাহাদাত (সাক্ষ্যের বাক্য)................................ 20

কলিমা তাওহীদ (একত্ববাদের বাক্য)........................... 21

কলিমা রদ্দে কুফর (কুফর ও শিরক অস্বীকার করার বাক্য) 21

কলিমা ইস্তিগফার (ক্ষমা চাওয়ার বাক্য) 22

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহ

1. শাহাদাত

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।)
আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস করা যে মুহাম্মদ ﷺ হলেন তাঁর প্রেরিত রাসূল।

---

2. নামায কায়েম করা

(পাঁচ ওয়াক্ত নামায)
প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে ফরয নামাযসমূহ আদায় করা।

---

3. যাকাত প্রদান

২.৫%
ধন-সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ গরিব ও অভাবীদের জন্য বের করে দেওয়া।

4. রমযানের রোযা রাখা

(রমযান মাস)
ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সকল ধরনের আহার, পানীয় এবং রোযা ভঙ্গকারক কাজ থেকে বিরত থাকা।

---

5. হজ্ব পালন করা

(যে ব্যক্তি যাওয়ার সামর্থ্য রাখে তার জন্য)
আল্লাহর পবিত্র ঘর কাবা শরীফে জীবনে একবার ভ্রমণ করা, যারা শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম।

ঈমান

সংক্ষিপ্ত ঈমান

আমি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করি, তাঁর সমস্ত নাম ও গুণাবলীর সাথে, এবং আমি তাঁর সকল বিধানকে গ্রহণ করি।
এটি আল্লাহর তরফ থেকে আগত সব কিছুর ওপর সাধারণ বিশ্বাস।

বিশদ ঈমান

আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলদের উপর, আখেরাত দিবসের উপর, তাকদীর (ভাগ্য) – তার ভালো ও মন্দ – উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে, এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।
এটি গায়েবী বিষয়সমূহ ও আকীদার মূল বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্বাস।

আল্লাহ

আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক।
নিশ্চয়ই আল্লাহ এক। তাঁর কোনো পিতা বা মাতা নেই।
তাঁর কোনো স্ত্রী নেই, তাঁর কোনো ছেলে-মেয়ে নেই।
তিনি খান না, পান করেন না, এবং ঘুমান না।
আল্লাহ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি সবকিছু জানেন।

ফেরেশতা

ফেরেশতাগণ আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা।
আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন নূর থেকে।
তারা আল্লাহর অবাধ্য হয় না।
তাদেরকে পুরুষ বা নারী বলা যায় না।
তারা কিছু খায় না, কিছু পান করে না।
তাদের প্রকৃত সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

আসমানী কিতাবসমূহ

আসমানী কিতাবসমূহ হল সেসব কিতাব, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলদের উপর নাযিল করেছেন।
তাওরাত নাযিল হয়েছে মূসা (আঃ) এর উপর।
যবূর নাযিল হয়েছে দাউদ (আঃ) এর উপর।
ইনজীল নাযিল হয়েছে ঈসা (আঃ) এর উপর।
কুরআন নাযিল হয়েছে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর।

নবী ও রাসূলগণ

নবী ও রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) হলেন মানবজাতির মধ্যে থেকে আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা, যাদেরকে আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন।
আমরা সব রাসূলের উপর ঈমান রাখি।
আদম (আঃ) ছিলেন প্রথম নবী।
মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন শেষ নবী।
তাঁর পর আর কোনো নবী বা রাসূল নেই।

আখেরাত দিবস

কিয়ামতের দিন, বা শেষ দিবস, বা হিসাবের দিন—এটি হল পৃথিবীর সমাপ্তি এবং দুনিয়ার জীবনের শেষ।
এই দিনের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর নিকট আছে।
আল্লাহ ভাল কাজ ও মন্দ কাজের ওজন করবেন।
ভাল লোকেরা জান্নাতে যাবে।
আর কুফরকারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

তাকদীর (নিয়তি)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য কিছু বিষয় নির্ধারণ করে রেখেছেন।
যা কিছু আমাদের কাছে আসে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।
আমরা ভালো বিষয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করি এবং বিপদে ধৈর্য ধরি।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান

আমরা সবাই একদিন মারা যাব।
দ্বিতীয়বার শিঙ্গা ফুঁক দেওয়ার পর, আমাদের সবাইকে আবার উঠানো হবে।
এটি হবে কিয়ামতের দিন।
সেদিন আল্লাহ আমাদের আমলের হিসাব নেবেন।

ওযু (অজু)

ওযুর ফরযসমূহ

- মুখ ধোয়া
- হাত ধোয়া কনুইসহ
- মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা
- পা ধোয়া টাখনু পর্যন্ত

ওযুর পদ্ধতি

- ওযুর নিয়ত করা
- শুরুতে দোয়া পড়া
- দুই হাত তিনবার ধোয়া
- তিনবার কুলি করা
- তিনবার নাকে পানি দেওয়া
- মুখমণ্ডল তিনবার ধোয়া (চুলের গোড়া থেকে দাড়ির নিচ পর্যন্ত এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত)
- হাত কনুইসহ তিনবার ধোয়া
- আঙ্গুলের খিলাল করা
- পুরো মাথা, কান ও ঘাড় মাসেহ করা
- পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধোয়া এবং আঙ্গুলের খিলাল করা

ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ

- প্রস্রাব নির্গত হলে ওযু ভঙ্গ হয়
- পায়খানা নির্গত হলে ওযু ভঙ্গ হয়
- বাত নির্গত হলে ওযু ভঙ্গ হয়
- রক্ত বা পুঁজ বের হলে ওযু ভঙ্গ হয়
- গভীর ঘুমে গেলে ওযু ভঙ্গ হয়
- মুখ ভরে বমি হলে ওযু ভঙ্গ হয়
- মাতাল হওয়া বা প্রচণ্ড মাথা ঘোরা
- পাগল হওয়া
- নামাযের ভিতর জোরে হেসে ফেলা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

سورة المائدة، الآية6

অর্থ: মুখমণ্ডল ধোয়া

অর্থ: কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া

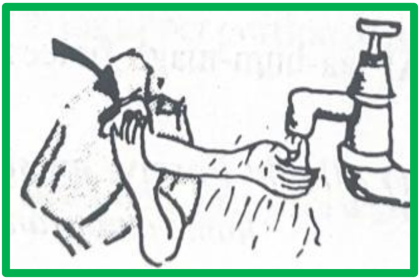

অর্থ: মাথার চতুর্থাংশ মাসাহ করা

অর্থ: গোড়ালির পর্যন্ত দুই পা ধোয়া

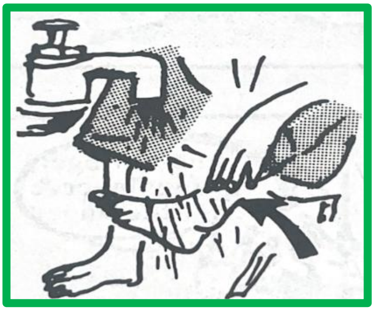

গোসল (সম্পূর্ণ পবিত্রতা)

গোসলের ফরযসমূহ

- মুখ ধোয়া (কুলি করা)
- নাক ধোয়া
- পুরো শরীর ধোয়া

গোসলের সুন্নাতসমূহ

- অন্তরে নিয়ত করা
- হাত ধোয়া
- নাপাক স্থান এবং গোপন অঙ্গ ধোয়া
- সম্পূর্ণ ওযু করা
- পুরো শরীর তিনবার ধোয়া

গোসলের ফরযসমূহ

মুখ ধোয়া (কুলি করা)

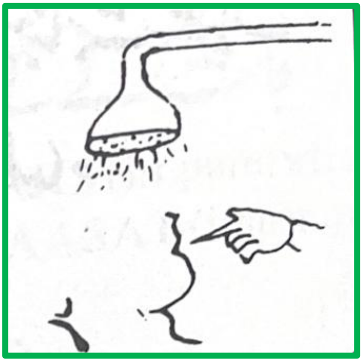

নাক ধোয়া

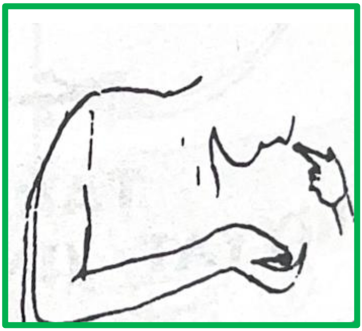

পুরো শরীর ধোয়া

মনে রাখার বিষয় (মুজাক্কিরা)

- শরীরে পানি ভালোভাবে পৌঁছানোর জন্য হাত দিয়ে ঘষা উত্তম
- মাথা ধোয়া তিনবার শুরু করা উত্তম
- এরপর ডান কাঁধ তিনবার ধোয়া
- তারপর বাঁ কাঁধ তিনবার ধোয়া

নামায

ইসলামে নামায

নামায ইসলামে দৈনিক পাঁচবার পড়া ফরয, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান ও অজুহাতমুক্ত মুসলমানের ওপর।
নামায আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম, এবং শাহাদাতের পর সবচেয়ে উত্তম আমল।
নামায জান্নাতের চাবি।
জান্নাতের চাবি হল নামায, আর নামাযের চাবি হল পবিত্রতা।
নামায রিজিক সহজ করে।

নামাযের পূর্বশর্তসমূহ

- ওযু অথবা গোসলের মাধ্যমে পবিত্র থাকা
- নামাযের স্থান পরিষ্কার থাকা
- দেহ পরিষ্কার থাকা
- গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা
- কিবলার দিকে মুখ করে থাকা
- অন্তরে নামাযের নিয়ত থাকা
- নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা

নামাযের ফরযসমূহ

- নামায শুরুতে তাকবীর বলা
- সামর্থ্য থাকলে দাঁড়িয়ে নামায পড়া
- প্রতিটি রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া
- প্রতিটি রাকাতে রুকু করা
- সাত অঙ্গে সিজদা করা
- শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া

নামাযের রাকাত সংখ্যা

ফজর:

২ রাকাত সুন্নাত, ২ রাকাত ফরয

যুহর:

৪ রাকাত সুন্নাত, ৪ রাকাত ফরয, ২ রাকাত সুন্নাত, ২ রাকাত নফল

আসর:

৪ রাকাত সুন্নাত, ৪ রাকাত ফরয

মাগরিব:

৩ রাকাত ফরয, ২ রাকাত সুন্নাত, ২ রাকাত নফল

ইশা:

৪ রাকাত সুন্নাত, ৪ রাকাত ফরয, ২ রাকাত সুন্নাত, ২ রাকাত নফল, ৩ রাকাত বিতর, ২ রাকাত নফল

সাওম (রোযা)

রোযা ইসলামের একটি রুকন (স্তম্ভ)। এটি প্রতি বয়স্ক, বিবেকবান এবং শরয়ী অজুহাতমুক্ত মুসলমানের উপর রমযান মাসে ফরয।
রোযা হলো সুবহে সাদিক (ফজরের আযান) থেকে মাগরিবের আযান পর্যন্ত খানা, পানি এবং দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা।
আল্লাহ তা'আলা রমযানে রোযার জন্য আমাদের জন্য বড় পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।
রমযানে রোযা রাখার মাধ্যমে আমরা গরীব ও অভাবীদের ক্ষুধার অনুভূতিও বুঝতে পারি।

যাকাত

যাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।
এটি বছরে একবার ২.৫% সম্পদ গরীবদের জন্য আলাদা করে দেওয়া।
যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।
আমাদের সমস্ত সম্পদ ও দান-দৌলত আল্লাহর কাছ থেকেই আসে।
যাকাত আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা সম্পদে বরকত দেন এবং তা পবিত্র করেন।

হজ্ব

হজ্ব ইসলামের শেষ স্তম্ভ।
হজ্ব হল একজন মুসলমানের জীবনে একবার মক্কা শরীফে গিয়ে কা'বা, মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফা পরিদর্শন করা।
এবং মদীনায় নবী মুহাম্মদ ﷺ এর কবর মুবারক জিয়ারত করাও হজের অংশ।
হজ্ব ফরয প্রত্যেক বালেগ, আক্কেলমান এবং সক্ষম মুসলমানের উপর।
এটি জীবনে একবার ফরয।

কিছু শব্দের অর্থ

- **ফরয:**

এমন কাজ, যা আল্লাহ তাআলা কুরআনে করার নির্দেশ দিয়েছেন; এটি পালন করা বাধ্যতামূলক।

- **ওয়াজিব:**

এটিও বাধ্যতামূলক কাজ, তবে ফরযের চেয়ে কিছুটা নিম্নস্তরে।

- **সুন্নাত:**

এমন কাজ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, করেছেন অথবা ভালোবেসেছেন।

- **সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ:**

এমন কাজ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও ছাড়েননি।

- **সুন্নাতে গাইর মুয়াক্কাদাহ:**

এমন কাজ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সময়ে করেছেন, কিন্তু সব সময় করেননি।

- **মুস্তাহাব:**

পছন্দনীয় এবং প্রশংসনীয় কাজ।

- **নফল:**

এমন আমল যা করলে সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু না করলে গুনাহ হয় না।

- **মাকরূহ:**

এমন কাজ যা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় এবং তা এড়ানো উচিত।

- **হালাল:**

অনুমোদিত কাজ এবং খাবার যা খাওয়া বৈধ।

- **হারাম:**

নিষিদ্ধ কাজ এবং খাবার যা কখনও করা বা খাওয়া উচিত নয়।

আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী বাক্যসমূহ

কলিমা তইয়্যিবা (শুদ্ধ বাক্য)

لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّهِ

(আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।)

কলিমা শাহাদাত (সাক্ষ্যের বাক্য)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।)

কলিমা তাসবীহ ও তামজীদ (গুণগানের বাক্য)

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

(আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, এবং আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।)

কলিমা তাওহীদ (একত্ববাদের বাক্য)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন, আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।)

কলিমা রদ্দে কুফর (কুফর ও শিরক অস্বীকার করার বাক্য)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ،
وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ، تُبْتُ عَنْهُ،
وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا،
أَسْلَمْتُ وَآمَنْتُ، وَأَقُولُ
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

(হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই যেন জেনে বা না জেনে কোনো কিছুকে তোমার সাথে শরিক না করি। আমি তা থেকে ক্ষমা চাই। আমি তা থেকে তওবা করি এবং কুফর, শিরক, মিথ্যা ও যাবতীয় গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করি। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং ঈমান এনেছি এবং বলি: "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।")

কলিমা ইস্তিগফার (ক্ষমা চাওয়ার বাক্য)

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً،
سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ،
وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ،
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ، وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ،
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

(হে আমার প্রভু, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই সকল গুনাহের জন্য — ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত, গোপনে বা প্রকাশ্যে। আমি সেই গুনাহ থেকেও তওবা করি যা আমি জানি, এবং যা আমি জানি না। নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখো, দোষ গোপনকারী এবং গুনাহ মাফকারী। এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।)

SALAAMAT PUBLICATIONS

BANGLADESH

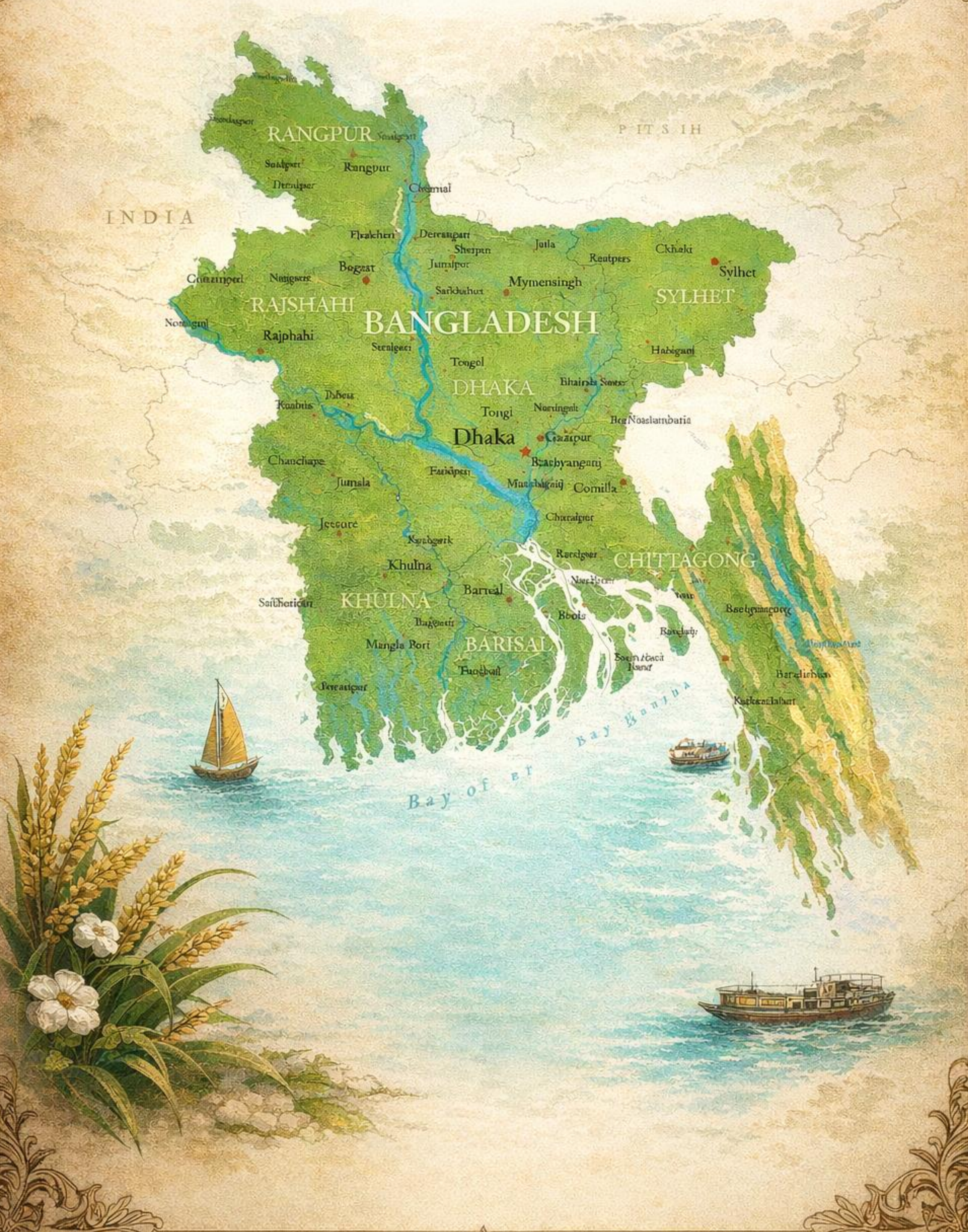
RANGPUR
Rangpur
INDIA
RAJSHAHI
BANGLADESH
Mymensingh
Sylhet
SYLHET
DHAKA
Tongi
Dhaka
Comilla
CHITTAGONG
Khulna
KHULNA
BARISAL
Bay of